দৈনিক সংবাদ

৭|৭|২০০২

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিক শিক্ষার হালচাল

সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যখন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা এদেশে চালু করতে যাচ্ছে তখন মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা আজ অবহেলিত। মাঠ পর্যায়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষা আজ দায়সারা অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখি অধিকাংশ আঞ্চলিক অফিসে উপ-পরিচালক ও পরিদর্শকের পদ শূন্য। জেলার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন জেলা শিক্ষা অফিসার। তিনি জেলার শিক্ষার গভর্নর। আজ জেলার দিকে তাকালে দেখা যায় অধিকাংশ জেলায় জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই। ফলে অফিসের কাজকর্ম যেমন জোড়াতালি দিয়ে চলছে তেমনি স্কুলের প্রশাসন, পাঠদান কার্যক্রমে সুষ্ঠু পরিবেশ আজ নেই বললেই চলে। মাধ্যমিক স্তরে বিরাজমান এ পরিবেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন দুরূহ ব্যাপার।

বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নের জোয়ার বইলেও মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের হিসাব-নিকাশ হলেও 'মাধ্যমিক স্তরের সকল শূন্যপদ' অনতিবিলম্বে পূরণ করার ইতোপূর্বে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশটি আজো বাস্তবায়িত হলো কিনা তার হিসাব-নিকাশ কেউ করেনি। পদ শূন্য আছে, পদোন্নতির যোগ্য শিক্ষকও আছেন, পদগুলো পূরণ করলে সরকারের বাড়তি কোন অর্থেরও প্রয়োজন হয় না অথচ আমলাতন্ত্রের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে পদগুলো শূন্য পড়ে আছে। এদিকে সিনিয়র শিক্ষকরা পদোন্নতির আশায় পদোন্নতি ছাড়াই অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ যেন বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার আমলাদের এক গভীর ষড়যন্ত্র।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সালে পদোন্নতির যোগ্য কিছুসংখ্যক সিনিয়র সহকারী শিক্ষককে নং-শিম/শাঃ১০/নিয়োগ-২-৬/সশি/৯৫(৫৮৮) তারিখ ২৫-১০-১৯৯৮ স্মারকে স্ববেতনে সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার এবং পরবর্তীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্ববেতনে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করে; কিন্তু উক্ত পদে প্রায় তিন বছর চাকরিকালীন অতিবাহিত হতে চলেছে, এখন পর্যন্ত পরবর্তী পদোন্নতি তো দূরের কথা উক্ত পদেই ডিপিসির মাধ্যমে তাদেরকে রেগুলারাইজ করা হচ্ছে না। ইতোমধ্যে অধিকাংশ শিক্ষক/ শিক্ষিকা এভাবেই অবসর গ্রহণ করে চলে গেছেন।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো এই, ১৯৯৮ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার/ সহকারী প্রধান শিক্ষকদের ডিপিসি না করে ২০০০ সালে স্ববেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদেরকে ডিপিসির মাধ্যমে রেগুলারাইজ করা হয়েছে। স্ববেতনে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করার সিস্টেম বিশ্বের কোন দেশেই চালু হয়নি। স্ববেতনে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করা আইন বহির্ভূত। তাই শান্তিপ্রিয় শিক্ষক সমাজ আশা করছেন, সরকার ১৯৯৮ সালে স্ববেতনে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে (যারা বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে সবচেয়ে সিনিয়র) ডিপিসির মাধ্যমে রেগুলারাইজ করে পরবর্তী পদোন্নতি দিয়ে সুবিচার করে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে।

এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব মহোদয়ের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. মনির হোসেন
(শিক্ষক)
মাস্টারপাড়া, ফেনী।